607

ভোরের কাগজ

তারিখ ... JAN. 1 1 1999 ..
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2.....

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী নিপীড়ন : তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

অশোভন আচরণের জন্য শিক্ষক অভিযুক্ত, ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্রীর সঙ্গে শিক্ষকের অশোভন আচরণের অভিযোগ তদন্তে গঠিত কমিটি গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। রিপোর্টে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের উক্ত শিক্ষক অধ্যাপক শহীদুজ্জামানকে অশোভন আচরণের জন্য অভিযুক্ত এবং তার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় আইনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছে।

আজ সোমবার সকালে অনুষ্ঠেয় সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় রিপোর্টটি উপস্থাপন করা হতে পারে। অভিযুক্ত শিক্ষকের শাস্তি দাবিতে গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য, ছাত্র ফেডারেশন, জাতীয় ছাত্রদল, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী ও ছাত্র ঐক্য ফোরাম আজ সিন্ডিকেট সভা ঘেরাও করবে।

জানা গেছে, তদন্ত কমিটি অধ্যাপক শহীদুজ্জামানকে নৈতিক পদস্খলন ও ছাত্রীর প্রতি অশোভন আচরণের জন্য দায়ী করেছে। এ ধরনের আচরণ বিশ্ববিদ্যালয় আইনে গ্রহণযোগ্য নয় বলে কমিটি মন্তব্য করেছে। নৈতিকতাবিরোধী ও বিবেকবর্জিত ঘটনার দায়ে ঐ শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছে তদন্ত কমিটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী তদন্ত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করবে একটি ট্রাইব্যুনাল। সিন্ডিকেটের তিন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হবে এ ট্রাইব্যুনাল।

গত ২৯ নভেম্বর লোক প্রশাসন বিভাগের মাস্টার্সের একজন ছাত্রী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক শহীদুজ্জামানের বিরুদ্ধে উপাচার্যের কাছে 'অশোভন আচরণের' লিখিত অভিযোগ দাখিল করে। পত্রপত্রিকায় এ ঘটনা প্রকাশের পর 'যৌন নিপীড়ন ছাত্রছাত্রী' ব্যানারে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এবং কয়েকটি ছাত্র সংগঠন উক্ত শিক্ষকের বিচারের দাবিতে আন্দোলনে নামে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্য প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক শাহাদাৎ আলীকে প্রধান করে গত ১ ডিসেম্বর পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। অধ্যাপক শহীদুজ্জামানকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়।

তদন্ত কমিটি গত এক মাস ধরে অভিযুক্ত শিক্ষক ও অভিযোগকারিণী ছাত্রীসহ অন্যদের সাক্ষ্যগ্রহণ করে। অভিযুক্ত শিক্ষক তদন্ত কমিটিতে নিজের বক্তব্য দিলেও অভিযোগকারী ছাত্রী জবানবন্দী দেয়নি। তদন্ত কমিটি ঐ ছাত্রীর বাসায় হাজির হয়ে তার কাছ থেকে লিখিত বক্তব্য গ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে।

অধ্যাপক শহীদুজ্জামানের সঙ্গে গতকাল টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'রিপোর্ট সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। বিশ্ববিদ্যালয় আইনে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার প্রক্রিয়া অনেক লম্বা। ঐ পর্যায় এখনো আসেনি।' তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আমি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি। আজ তার প্রতিদান পাচ্ছি। আমার বিরুদ্ধে অনেক অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে। বর্তমান পরিস্থিতি আমার পক্ষে সামাল দেওয়া কঠিন।'

এদিকে গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য গতকাল রোববার অভিযুক্ত শিক্ষকের বিচার দাবিতে উপাচার্যের দপ্তরের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করেছে। ধর্মঘট চলাকালে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাইফুর রহমান প্রবীণ, মঞ্জুর-এ-খোদা টরিক, সাব্বাহ আলী খান, মহসিন সরকার প্রমুখ। বক্তারা প্রহসনমূলক তদন্ত রিপোর্ট না দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য, ছাত্র ফেডারেশন, জাতীয় ছাত্রদল বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী, ছাত্র ঐক্য ফোরাম আজ রোববার অনুষ্ঠেয় সিন্ডিকেট সভ ঘেরাও করবে।

● সুর পাল্টে ফেলেছে সচেতন ছাত্ররা -পৃষ্ঠা ১২

সুর পাল্টে ফেলেছে 'সচেতন ছাত্ররা'

পিনাকী রায় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সচেতন ছাত্ররা' এখন সুর পাল্টে ফেলেছে। 'যৌন নিপীড়নবিরোধী' ছাত্রছাত্রীদের চেয়েও সোচ্চার গলায় তারা যৌন হয়রানির দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষকের শাস্তি দাবি করেছে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানিবিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন, ছাত্রীদের জন্য স্থায়ী অভিযোগ কেন্দ্র খুলে তাতে শিক্ষিকা প্রতিনিধি রাখার কথাও বলেছে তারা।

ভোরের কাগজের সঙ্গে গতকাল আলাপকালে 'সচেতন ছাত্রদের' আহ্বায়ক ফারুক শিকদার এবং আরো কয়েকজন সদস্য এ কথা বলেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন আগে এক ছাত্রীর ওপর শিক্ষকের অসদাচরণের অভিযোগ উঠলে 'যৌন নিপীড়নবিরোধী' ব্যানারে কিছু ছাত্রছাত্রী আন্দোলন শুরু করে। সে আন্দোলনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এ যুক্তিতে 'সচেতন ছাত্ররা' তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে। পাল্টা সমাবেশের পাশাপাশি তারা আন্দোলনকারীদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। গার্মেন্টস কর্মীদের কুশপুত্তলিকায় থুতু নিক্ষেপের কর্মসূচিও তারা পালন করে।

'সচেতন ছাত্রদের' আহ্বায়ক বলেন, অভিযুক্ত শিক্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে তার শাস্তির দাবিতে 'সচেতন ছাত্ররা' আবার মাঠে নামবে। এমন শাস্তি দিতে হবে যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর না ঘটে। তিনি বলেন, এ জন্য এ ব্যাপারে একটি আচরণবিধি থাকলে ভালোই হয়। তিনি বলেন, ছাত্রীদের সঙ্গে অসদাচরণের ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে। তাই এসব অভিযোগ গ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রারের সঙ্গে একজন শিক্ষিকা প্রতিনিধি থাকা দরকার। ছাত্রীরা যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী তাই ছাত্রী প্রতিনিধি রাখার ব্যাপারে তিনি আপত্তি প্রকাশ করেন।

আন্দোলনকারী ছাত্রীদের ওপর হামলাকারীদের বিচার প্রসঙ্গে তারা বলেন, তারা আমাদেরই মা-বোন, তাদের ওপর হামলা অবশ্যই নিন্দনীয়। তদন্ত সাপেক্ষে হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি।

সচেতন ছাত্ররা বলে, গার্মেন্টস কর্মীদের থুতু দেওয়া হয়নি। থুতু দেওয়া হয়েছে গার্মেন্টস কর্মী ও এনজিও'র দালালদের। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করছিল।

বাইরের কেউ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অনাচারের প্রতিবাদ করতে পারে কিনা, এ প্রশ্ন করলে তারা জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রী আছে, যে কোনো ব্যাপারে তারা আন্দোলন করবে। তারা ব্যর্থ হয়ে কাউকে আহ্বান জানালে তখন বাইরের লোকরা আন্দোলন করতে আসতে পারে।

'সচেতন ছাত্রদের' এসব কথাবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে যৌন নিপীড়নবিরোধীদের দাবির সঙ্গে তাদের দাবির আর কোনো পার্থক্য থাকে না—এ কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তারা আন্দোলনের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। দু'পক্ষের দাবি এক হয়ে গেলে কিভাবে যৌন নিপীড়নবিরোধীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করলো- তাদের কাছ থেকে এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, যৌন নিপীড়নবিরোধী ছাত্রছাত্রীদের ওপর পরপর দুদিন কয়েক দফা হামলা হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে সক্রিয় সকল ছাত্র সংগঠন অভিযুক্ত শিক্ষকের বিচার দাবিতে আন্দোলনে নামে। তখনই সচেতন ছাত্ররা আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ায় এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি পরিবেশ পরিষদের আহ্বান মেনে নিয়ে তারা আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিষদের বৈঠক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সকল ছাত্র সংগঠনের উপস্থিতিতে হয়। প্রসঙ্গত, এই বৈঠক হওয়ার পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সবগুলো ছাত্র সংগঠন আন্দোলনে নেমেছিল।